ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 637-646
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.253

কর্তব্য, ন্যায় ও সংহতি: বাংলাদেশে অধিকার- আন্দোলনে ব্যক্তির নৈতিক অংশগ্রহণের দার্শনিক ভিত্তি

কাজী মাহফুজা হক, *সহকারী অধ্যাপক, নীতিবোধ ও সমতা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 12.01.2026; Accepted: 20.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article proposes that, in the context of Bangladesh. Rawls's theory of justice and Kant's moral philosophy together form a strong foundation through which participation in the struggle to secure the rights of every citizen is not merely a political or legal entitlement, but a profound moral duty. The article argues that working toward the transformation of discriminatory structures in Bangladesh is a moral responsibility of every individual, and that fulfilling this responsibility is the pathway to building a just society.

Keywords: Moral duty, Sense of justice, Philosophy of solidarity, Rights movement, Individual moral participation

বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আজ এক গভীর বৈপরীত্যের মুখোমুখি। একদিকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে বাস্তবে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম। এই প্রেক্ষাপটে অধিকার আদায় কেবল একটি রাজনৈতিক বা আইনগত দাবিই নয়, বরং একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, শ্রমিক ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, কৃষক আন্দোলন এবং আদিবাসী অধিকার কর্মীদের বিভিন্ন সংগ্রাম প্রতিফলিত করে কীভাবে ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ সামষ্টিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটেই জন রলসের 'ন্যায়পরায়ণতা হিসেবে ন্যায়' তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শন প্রাসঙ্গিক আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। রলস তার 'ন্যায় তত্ত্ব'-এ এমন একটি সামাজিক চুক্তির প্রস্তাব করেন যেখানে 'অজ্ঞানতার পর্দা' এর অন্তরালে থেকে মানুষ এমন ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করবে যা সমাজের সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য, লৈঙ্গিক অসমতা, জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা বিশ্লেষণে রলসের এই দৃষ্টিভঙ্গি গভীর তাৎপর্য বহন করে। রলসীয় ন্যায়ের দুই মূলনীতি-প্রথমত, মৌলিক স্বাধীনতার সমান অধিকার এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কেবল তখনই ন্যায় সঙ্গত যখন তা সবচেয়ে বঞ্চিতদের উপকারে আসে-বাংলাদেশের অধিকার আন্দোলনের জন্য একটি দার্শনিক কাঠামো সরবরাহ করে।

অন্যদিকে, ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শন ব্যক্তির কর্তব্য ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে। কান্টের জন্য নৈতিকতা নির্ভর করে 'শুভইচ্ছা' (good Will) এবং 'বিধিবাদী আদর্শ'

(Categorical Imperative)-এর ওপর। তাঁর দ্বিতীয় প্রণিধান- "মানুষকে কখনো কেবল মাধ্যম হিসেবে নয়, সর্বদা একই সাথে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করো"-বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ব্যক্তি মর্যাদা ক্ষুন্নের ঘটনাবলির বিরুদ্ধে একটি মৌলিক নৈতিক অবস্থান তৈরি করে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো কান্টের "কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কর্তব্য" (Duty for Duty's Sake) ধারণা, যা আমাদের প্রশ্ন করতে বাধ্য করে: বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ কি আমাদের নিঃস্বার্থ নৈতিক কর্তব্য?

এই দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান নিবন্ধের মূল অনুসন্ধান হলো বাংলাদেশের অধিকার আন্দোলনে প্রত্যেক ব্যক্তির অংশগ্রহণের নৈতিক ভিত্তি কী? আমরা কি কেবল স্বার্থপর গণনার ভিত্তিতে, নাকি রলস ও কান্টের আলোকে গভীরতর নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখি? বাংলাদেশের মতো একটি গণতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা ও ক্ষমতা কাঠামোর জটিলতা বিদ্যমান, সেখানে ব্যক্তির নৈতিক সংকল্প ও সক্রিয়তাই হয়ে উঠতে পারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার। এই নিবন্ধ যুক্তি দেবে যে বাংলাদেশের অধিকার আন্দোলনে ব্যক্তির অংশগ্রহণ কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং রলসীয় ন্যায়বিচার ও কান্টীয় কর্তব্যজ্ঞানের আলোকে একটি অপরিহার্য নৈতিক বাধ্যবাধকতা। যখন নাগরিকেরা তাদের নৈতিক দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করে, তখনই বাংলাদেশ তার সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে অর্থপূর্ণভাবে এগোতে পারে।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার:

সংবিধানের ২য় অংশে (ধারা ২৬-৪৪) এসব অধিকার উল্লেখ আছে:

১. আইনের সমতা ধারা- ২৭
২. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ধারা- ৩১
৩. জীবনের অধিকার ধারা- ৩২
৪. কর্ম ও পেশার স্বাধীনতা ধারা- ৪০
৫. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ধারা- ৩৯
৬. ধর্মের স্বাধীনতা ধারা- ৪১
৭. আবাসের অধিকার ধারা- ৪৩
৮. শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার ধারা- ২৩
৯. নারী-পুরুষের সমান অধিকার- ধারা ২৮
১০. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ধারা- ৩৯
১১. নির্যাতন থেকে মুক্তি ধারা- ৩৫
১২. ধারণা ও চলাফেরার স্বাধীনতা ধারা- ৩৬
১৩. সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার ধারা- ৩৭-৩৮

নৈতিকভাবে স্বীকৃত মানবিক অধিকার:

১. সম্মান ও মর্যাদার অধিকার।
২. সততার সাথে আচরণ পাওয়ার অধিকার।
৩. সঠিক তথ্য জানার অধিকার।
৪. ন্যায়বিচার পাওয়ার নৈতিক অধিকার।
৫. পরিবেশ বান্ধব জীবনের অধিকার।

৬. অবস্থান অনুযায়ী ন্যায্য সুযোগের অধিকার।

৭. শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহারের অধিকার।

৮. নৈতিক মত প্রকাশের অধিকার।

৯. অসুস্থ, বৃদ্ধ, শিশুদের জন্য সুরক্ষা পাওয়ার নৈতিক অধিকার।

সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার গুলো আইনত রক্ষিত, এবং নৈতিক অধিকার গুলো মানুষ হিসেবে আমাদের সম্মানজনক ও মানবিক আচরণ পাওয়ার দাবি তুলে ধরে। দুটোই ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে অপরিহার্য।

কান্টের নৈতিক কাঠামো:

ইমানুয়েল কান্টের নীতিশাস্ত্র 'বিধিবাদী আদর্শ' (Categorical Imperative) এবং 'শুভ ইচ্ছা' (good Will) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তার দ্বিতীয় প্রণিধানে তিনি বলেন "মানুষকে-তোমার নিজের ব্যক্তিসত্তা বা অন্য কারও কখনো কেবল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করোনা, বরং সর্বদা একই সাথে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করো।" বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকার ও মানুষের নৈতিক অধিকার কিছু ক্ষেত্রে একে অপরকে সমর্থন করে, আবার কিছু ক্ষেত্রে নৈতিক অধিকার গুলো আইনি রূপ পায়নি, কিন্তু নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কান্টের মূলনীতি:

১. কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কর্তব্য (Duty for Duty's Sake) স্বার্থ বা ফলাফল নয়, নৈতিক নীতিই একমাত্র নির্ধারক।

২. সর্বজনীনতা- যে নীতি অনুসরণ করছি, তা সমগ্র মানব জাতির জন্য আইন হওয়া উচিত কিনা।

৩. মানুষকে লক্ষ্য মানুষকে কখনো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করা।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক দায়িত্বের দ্বন্দ্ব: কান্টীয় দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশী প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ দূষণ ও শিল্পায়ন:

পরিস্থিতি: একটি ট্যানারি মালিক সাভারে তার কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলেন, কারণ বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ ব্যয়বহুল এবং লাভ কমাবে।

ব্যক্তিগত স্বার্থ: উৎপাদন খরচ কমানো, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন সামাজিক দায়িত্ব: পরিবেশ সংরক্ষণ, নদীর পানিতে নির্ভরশীল মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ।

কান্টীয় বিশ্লেষণ:

বিধিবাদী আদর্শের পরীক্ষা: 'প্রতিটি শিল্প মালিককি তার বর্জ্য নদীতে ফেলতে পারবে?' এটি সর্বজনীন নিয়ম হলে সমস্ত নদী দূষিত হয়ে যাবে, যা অযৌক্তিক।

মানুষকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার: নদীর পানি ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে ট্যানারি মালিক মানুষকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে।

কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কর্তব্য: পরিবেশ সংরক্ষণ কেবল আইন মানার জন্য নয়, বরং নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে পালন করা উচিত। (কান্টের গ্রাউন্ডওয়ার্ক ফর দ্য মেটাফিজিক্স অফ মোরালস (১৭৮৫), দ্বিতীয় বিভাগ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্য:

পরিস্থিতি: একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা তার অযোগ্য সন্তানকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানোর জন্য প্রভাব খাটান।

ব্যক্তিগত স্বার্থ: সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা, সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখা, পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা।

সামাজিক দায়িত্ব: মেধা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যোগ্য প্রার্থীদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা, প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

কান্টীয় বিশ্লেষণ:

সর্বজনীনতা পরীক্ষা: "প্রতিটি পিতা মাতা কি তাদের সন্তান দের জন্য বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারবে?" এটি সর্বজনীন নিয়ম হলে সমাজের যোগ্যতা ব্যবস্থা ধ্বংস হবে।

অন্যকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার: মেধাবী কিন্তু প্রভাবহীন শিক্ষার্থীদের তাদের ন্যায্য স্থান থেকে বঞ্চিত করে তাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শুভ ইচ্ছা: প্রকৃত শুভ ইচ্ছা হলো ন্যায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, ব্যক্তিগত সুবিধানয়। (কান্টের ক্রিটিক অফ প্র্যাকটিক্যালরিজন (১৭৮৮), প্রথম বই।)

কর ফাঁকি ও সম্পদ পাচার:

পরিস্থিতি: একজন ব্যবসায়ী বিদেশে সম্পদ পাচার করেন এবং কর ফাঁকি দেন, যেখানে ঐ কর রাজস্ব স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়ার কথা।

ব্যক্তিগত স্বার্থ: সম্পদ বৃদ্ধি ও সুরক্ষা, করের বোঝা কমানো, ব্যক্তিগত বিলাসিতা।

সামাজিক দায়িত্ব: রাষ্ট্রীয় সম্পদে অবদান, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অর্থায়ন, সামাজিক সমতা উন্নয়ন।

কান্টীয় বিশ্লেষণ:

বিধিবাদী আদর্শ: "প্রতিটি নাগরিক কি কর ফাঁকি দিতে পারবে?" এটি সর্বজনীন নিয়ম হলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংসহবে।

সমাজকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার: সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া।

স্বাধীন ইচ্ছা: প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা হলো যুক্তি সম্পর্কতায় পরিচালিত হওয়া, যা কর্তব্য পালনের দিকে পরিচালিত করে।

উদাহরণ: বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের সংকট (৩.৫ লাখ কোটি টাকার বেশি) ব্যক্তিগত স্বার্থে ঋণ নেওয়া এবং পরিশোধ না করা সামাজিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ধ্বংসকরছে। (কান্টের দ্য মেটাফিজিক্স অফ মোরালস (১৭৯৭), আইনতত্ত্ব বিভাগ)

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা:

পরিস্থিতি: একজন চিকিৎসক সরকারি হাসপাতালে কর্মরত থাকার সময় অতিরিক্ত আয়ের জন্য ব্যক্তিগত চেম্বারে বেশিসময় দেন, সরকারি দায়িত্বে অবহেলা করেন।

ব্যক্তিগত স্বার্থ: আয়বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত খ্যাতি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

সামাজিক দায়িত্ব: সরকারি হাসপাতালের রোগীদের সেবা নিশ্চিত করা, দরিদ্র রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি, পাবলিক হেলথ সিস্টেমের কার্যকারিতা।

কান্টীয় বিশ্লেষণ:

মানুষকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা: সরকারি হাসপাতালের রোগীরা যারা সেবা পাচ্ছেনা, তারা চিকিৎসকের ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধিও মাধ্যম মাত্র।

কর্তব্যের দ্বন্দ্ব: চিকিৎসকের কর্তব্য প্রথমত তার নিয়োগকর্তা (সরকার) ও সাধারণ জনগণের প্রতি, যারা তাকে সেই অবস্থানে বসিয়েছে।

শুভ ইচ্ছা: প্রকৃত শুভ ইচ্ছা হলো পেশাদার দায়িত্ব পালন, আয়ের সম্ভাবনা নয়। (কান্টের লেকচার্স অন এথিক্স (১৭৭৫-১৭৮০)

কান্টীয় সমাধান: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা:

১. নৈতিক নীতির অগ্রাধিকার: কান্ট যুক্তি দিতেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক দায়িত্বের দ্বন্দ্বে নৈতিক নীতিই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হওয়া উচিত, স্বার্থ বা ফলাফল নয়। বাংলাদেশে দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার যে সংস্কৃতি, তা কান্টের দৃষ্টিতে নৈতিক ব্যর্থতা।

২. প্রতিফলনশীল যুক্তি সম্পর্ক: কান্টের "স্বয়ং-নির্ধারিত আইন" (Autonomy) ধারণা অনুযায়ী, প্রতিটি ব্যক্তি যুক্তি সম্পর্ক সত্তা হিসেবে নিজেই নৈতিক নীতি নির্ধারণ করে এবং তা মেনেচলে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ: আমলাতন্ত্রে স্বচ্ছতা, ব্যবসায়িক নৈতিকতা, পেশাদার দায়িত্ব পালন।

৩. সর্বজনীন নাগরিক কর্তব্য: কান্টের প্রতিশান্তি (Perpetual Peace) গ্রন্থে তিনি বিশ্ব নাগরিকত্ব (Cosmopolitanism) ধারণার প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ: জাতীয়তাবাদী চেতনার বাইরে গিয়ে বৈশ্বিক নাগরিকের দায়িত্ব, পরিবেশ, মানবাধিকার, ন্যায়বিচারের প্রতি দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কান্টের প্রাসঙ্গিকতা:

চ্যালেঞ্জ:

১. ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমাজ: বাংলাদেশে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রায়ই সামাজিক দায়িত্বের উপর প্রাধান্য পায়।

২. ফলাফল কেন্দ্রিক নৈতিকতা: 'সাফল্য'র সংজ্ঞা মুনাফা ও ক্ষমতা নির্ভর, নৈতিকতা নির্ভর নয়।

৩. দায়িত্ব জ্ঞান হীনতা: প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রে দায়িত্ব জ্ঞান হীনতার সংস্কৃতি।

সম্ভাবনা:

১. নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি: কান্টের দর্শন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা শিক্ষার ভিত্তি হতে পারে।

২. পেশাদার নৈতিকতা: চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, আমলাদের জন্য পেশাদার নৈতিকতা কোড।

৩. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা: শুধু আইনি দায় নয়, নৈতিক দায়িত্ব পালন।

কান্টের দর্শন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণ এটি সরাসরি মোকাবেলা করে সেই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা যা দেশের সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করছে। কান্টের 'কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কর্তব্য' ধারণা একটি শক্তিশালী প্রতিকার প্রদান করে, যেখানে সামাজিক দায়িত্ব পালন ব্যক্তিগত সুবিধার হিসাব নয়, বরং নৈতিক বাধ্যবাধকতা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কান্টের দর্শনের সফল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন:

১. নৈতিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ২. সামাজিক মূল্যবোধ পুনর্গঠন ৩. দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের সংস্কৃতি তৈরি। কান্ট স্মরণ করিয়ে দিতেন যে সত্যিকারের স্বাধীনতাহলো যুক্তির নির্দেশনা অনুসরণ করার ক্ষমতা, এবং এই যুক্তিই আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সামাজিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই কান্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য।

সামষ্টিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: রলসীয় দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

রলসীয় মূলনীতি:

ন্যায়ের দুই মূলনীতি: প্রথম নীতি প্রত্যেকের সমান মৌলিক স্বাধীনতার অধিকার, দ্বিতীয় নীতি: সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা শুধুমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য যখন: ক) এটা সবচেয়ে কম সুবিধা প্রাপ্তদের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা বয়ে আনে (ভেদ-নীতি), খ) সকলের জন্য সমান সুযোগের সাথে সংযুক্ত।

অজ্ঞানতার পর্দা: ন্যায়নীতি নির্ধারণের সময় ব্যক্তি নিজের সামাজিক অবস্থান, শ্রেণী, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

রলসের দৃষ্টিতে সামষ্টিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তির দায়িত্ব:

ন্যায়পরায়ণতা ও পারস্পরিকতা: রলসের মতে, ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের জন্য ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। তিনি বলেন "ন্যায়পরায়ণ সমাজ এমন একটি সমাজ যেখানে প্রতিটি সদস্য উপলব্ধি করে যে তাদের অর্জন গুলো সামাজিক সহযোগিতার ফল।"

ন্যায়ের প্রাকৃতিক দায়িত্ব: রলস ন্যায়ের প্রাকৃতিক দায়িত্ব ধারণা প্রস্তাব করেন যা দুটি অংশে বিভক্ত ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার দায়িত্ব, ন্যায় বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের দায়িত্ব।

সবচেয়ে কম সুবিধা প্রাপ্তদের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব: রলসের ভেদ-নীতির মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করা ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রলসীয় বিশ্লেষণ: উদাহরণ ও প্রয়োগ

উদাহরণ ১: শিক্ষাব্যবস্থা ও সমান সুযোগ

পরিস্থিতি: বাংলাদেশে শিক্ষার ব্যয়বহুল বেসরকারি খাতএবং দুর্বল সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে দরিদ্র শিশুরা গুণগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

রলসীয় বিশ্লেষণ: অজ্ঞানতার পর্দার পরীক্ষা: যদি আমরা নাজানি আমরা কোন পরিবারে জন্মাব, তবে আমরা এমন শিক্ষাব্যবস্থা চাইব যা সবচেয়ে দরিদ্র শিশুদের জন্য সর্বোত্তম সুযোগ প্রদান করে।

সমতার সুযোগ নীতি লঙ্ঘন: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা রলসের দ্বিতীয় নীতির অংশ লঙ্ঘন করে।

সামাজিক সহযোগিতার ধারণা: শিক্ষিত নাগরিকরা যে সামাজিক সুবিধা ভোগকরেন তা সমগ্র সমাজের অবদান।

ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: সক্ষম ব্যক্তিদের সরকারি শিক্ষায় অর্থায়ন/স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে অবদান রাখা, শিক্ষা নীতি পরিবর্তনের জন্য সক্রিয়তা। (এ থিওরি অফ জাস্টিস, ১৩: "সামাজিক সহযোগিতার ধরণা")

উদাহরণ ২: স্বাস্থ্য সেবার অসম বণ্টন

পরিস্থিতি: বাংলাদেশে বেসরকারি হাসপাতালে উচ্চমানের চিকিৎসা শুধুমাত্র ধনী পরিবারের জন্য সুলভ, যখন সরকারি হাসপাতাল গুলো ভর্তি ও মানের সংকটে ভোগে।

রলসীয় বিশ্লেষণ: ভেদ-নীতি পরীক্ষা: স্বাস্থ্যখাতের অসমতা কি সবচেয়ে দরিদ্রদের জন্য সর্বোত্তম সুবিধা দেয়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে না।

মৌলিক অধিকারের স্বাস্থ্য: রলস মৌলিক অধিকারের তালিকায় স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে যুক্তি দেন।

সামাজিক প্রাথমিক সম্পদ: স্বাস্থ্য একটি সামাজিক প্রাথমিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত।

ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: চিকিৎসকদের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অবদান রাখার নৈতিক দায়, ধনী ব্যক্তিদের জনস্বাস্থ্য প্রকল্পে অর্থায়নের দায়। (জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস, "সামাজিক প্রাথমিক সম্পদ" অধ্যায়)

উদাহরণ ৩: নগর উন্নয়ন ও বস্তিবাসী

পরিস্থিতি: ঢাকার নগর উন্নয়ন প্রকল্প গুলো প্রায়ই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে, যাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।

রলসীয় বিশ্লেষণ:

অজ্ঞানতার পর্দা: আমরা যদি না জানি আমরা বস্তিতে জন্মাব নাকি ধনী পরিবারে, তবে আমরা এমন উন্নয়ন নীতি চাইব যা সবচেয়ে দুর্বলদের রক্ষা করে।

ন্যায় পরায়ণতা নীতি: বস্তি বাসীদের প্রান্তিক করণ রলসের প্রথম নীতি (মৌলিক স্বাধীনতা) লঙ্ঘন করে।

সমষ্টির কল্যাণ: প্রকৃত সমষ্টির কল্যাণ সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের উপর নির্ভর করে।

ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: নগর নাগরিকদের বস্তিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হওয়া, উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি মূলক নীতি প্রণয়নে চাপ তৈরি করা। (এ থিওরি অফ জাস্টিস, ২৬: "ন্যায়পরায়ণতা ও সার্বজনীন কল্যাণ")।

উদাহরণ ৪: জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রান্তিক কৃষক

পরিস্থিতি: বাংলাদেশের প্রান্তিক কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ভোগ করছেন, যদিও তাদের অবদান নগণ্য।

রলসীয় বিশ্লেষণ:

প্রজন্মান্তর ন্যায়: রলস 'ন্যায়ের সঞ্চয় নীতি' প্রস্তাব করেন যেখানে বর্তমান প্রজন্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ন্যায়পরায়ণ ব্যবস্থা রেখে যায়। আন্তঃপ্রজন্মীয় ন্যায়: জলবায়ু পরিবর্তনের বোঝা অসম ভাবে বহন করা আন্তঃপ্রজন্মীয় ন্যায়ের লঙ্ঘন।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সর্বোচ্চ সুবিধা: জলবায়ু ন্যায়ের ক্ষেত্রে রলসের নীতির প্রয়োগ।

ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: নগর বাসিন্দাদের জলবায়ু অভিযোজন তহবিলে অবদান, টেকসই জীবন যাপনের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানো। (এ থিওরি অফ জাস্টিস, ৪৪: "আন্তঃপ্রজন্মীয় ন্যায়ের সমস্যা")

রলসের তত্ত্বে ব্যক্তির চারটি স্তরের দায়িত্ব (বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে):

স্তর ১: আইনমান্য করার দায়িত্ব। রলস: "ন্যায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনেচলা"।

বাংলাদেশী উদাহরণ: কর প্রদান, পরিবেশ আইনমানা।

স্তর ২: ন্যায় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। রলস: "ন্যায় বহির্ভূত আইন/প্রথা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা" বাংলাদেশী উদাহরণ: নারী বান্ধব আইনের জন্য আন্দোলন, দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম।

স্তর ৩: সামাজিক সহযোগিতার দায়িত্ব। রলস: "সামাজিক প্রাথমিক সম্পদের ন্যায় পরায়ণ বণ্টনে অবদান"।

বাংলাদেশী উদাহরণ: বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় অবদান।

স্তর ৪: পারস্পরিকতার দায়িত্ব। রলস: "সামাজিক সুবিধা ভোগীদের সামাজিক দায়িত্ব"।

বাংলাদেশী উদাহরণ: বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ:

১. পারিবারিকতা বনাম সামাজিক দায়িত্ব: বাংলাদেশে পারিবারিক দায়িত্ব প্রায়ই সামাজিক দায়িত্বের চেয়ে প্রাধান্য পায়।

রলসীয় সমাধান: রলসের 'ন্যায় পরায়ণতা' ধারণা পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য তৈরিতে সাহায্য করে।

২. ধর্মীয় দান বনাম ন্যায়পরায়ণ পুনর্বন্টন: জাকাত ও ধর্মীয় দান ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা দুর্বল।

রলসীয় বিশ্লেষণ: রলস প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়ের উপর জোর দেন, যা ব্যক্তিগত দানের চেয়ে বেশি টেকসই।

৩. রাষ্ট্র-কেন্দ্রিকতা বনাম ব্যক্তি দায়িত্ব: বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রায়ই রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

রলসের অবস্থান: রলসের মতে, ন্যায় পরায়ণ সমাজ গঠনে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়েরই দায়িত্ব আছে।

রলসের ন্যায় তত্ত্ব বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণ এটি সরাসরি মোকাবেলা করে: ১. চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য ২. সামাজিক প্রান্তিক করণ ৩. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা।

রলসের 'অজ্ঞানতার পর্দা' চিন্তন কৌশল বাংলাদেশী নাগরিকদের তাদের নিজেদের সামাজিক অবস্থান ভুলে গিয়ে। এমন নীতি সমূহ চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে যা সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অনুসারে, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব হলো: ১. নিজের সুবিধার উৎস হিসাবে সামাজিক সহযোগিতা চিহ্নিত করা। ২. সবচেয়ে প্রান্তিকদের অবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখা। ৩. ন্যায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠান গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। রলসের শেষ কথাই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে "ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ে ওঠে না স্বার্থপর ব্যক্তিদের মাধ্যমে, বরং সেই সব নাগরিকদের মাধ্যমে যারা বুঝতে পারে যে তাদের নিজের সমৃদ্ধি সমগ্র সমাজের সমৃদ্ধির সাথে গভীরভাবে যুক্ত।" বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে এই রলসীয় উপলব্ধি অপরিহার্য ব্যক্তির সমৃদ্ধি ও সামষ্টিক কল্যাণ একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

বাংলাদেশের সংবিধান ও নাগরিক দায়িত্বের সাথে দার্শনিক নীতি রসাদৃশ্য বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশের সংবিধান কেবল একটি আইনি দলিল নয়, এটি একটি দার্শনিক-নৈতিক চুক্তির প্রতিফলন। এর বিভিন্ন, অনুচ্ছেদ ও নীতিমালায় ক্লাসিকাল ও আধুনিক দার্শনিক চিন্তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

রলসীয় ন্যায় তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্য:

অজ্ঞানতার পর্দা ও সামাজিক ন্যায় বিচার বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার) রলসের "অজ্ঞানতার পর্দা" ধারণার প্রতিফলন: "রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকসাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

রলসীয় প্রতিধ্বনি: রলসের "ন্যায়পরায়ণতা" ধারণার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

সাদৃশ্য বিশ্লেষণ: বাংলাদেশের সংবিধান রলসের ন্যায় তত্ত্ব সাদৃশ্য

অনুচ্ছেদ ১৯: সমান সুযোগ সমান স্বাধীনতার নীতি উভয়ই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা হ্রাসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ২৭-২৯: সাম্যের অধিকার ভেদ-নীতি (Difference Principle) সবচেয়ে কম সুবিধা প্রাপ্তদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি।

অনুচ্ছেদ ১৫: মৌলিক প্রয়োজনের অধিকার সামাজিক প্রাথমিক সম্পদ মৌলিক প্রয়োজন পূরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। উদাহরণ: অনুচ্ছেদ ১৫(ক)-এ "মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা" রলসের "সামাজিক প্রাথমিক সম্পদের" ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কান্টীয় নৈতিকতার সাথে সাদৃশ্য:

ব্যক্তি মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন: বাংলাদেশের সংবিধান ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার উপর যে গুরুত্ব দেয় তা কান্টের নীতিশাস্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সাংবিধানিক বিধান

অনুচ্ছেদ ৩১: "জনসাধারণের অন্য কাহারও জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির অর্থনৈতিক ক্ষতি করিতে পারিবেন না।"

অনুচ্ছেদ ৪১: ধর্মীয় স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ ৩৯: চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা।

কান্টীয় সাদৃশ্য: কান্টের "বিধিবাদী আদর্শের" দ্বিতীয় প্রণিধান: "মানুষকে কখনো মাধ্যম হিসেবে নয়, সর্বদা লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করো" সংবিধানের মৌলিক অধিকার ধারাগুলো প্রতিটি নাগরিককে স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। উদাহরণ: অনুচ্ছেদ ৩২-এ 'জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার' কান্টের "মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য" ধারণার আইনি অভিব্যক্তি।

দার্শনিক ভিত্তি:

কান্টের কর্তব্য নীতি: কর্তব্যপরায়ণতা দেশপ্রেম ও আইনমান্য করা। "নৈতিক আইন" হিসেবে সংবিধান মান্য করা।

রলসের ন্যায়ের প্রাকৃতিক দায়িত্ব: ন্যায়প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার দায়িত্ব। সংবিধান রক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা।

উপসংহার:

বাংলাদেশের জন্য এই নিবন্ধটি একটি কার্যকর রূপকল্প বাংলাদেশের গণ-অংশ গ্রহণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তিনটি স্তম্ভের উপর-

১. নৈতিক ভিত্তি: কান্টের কর্তব্যবোধ ও রলসের ন্যায়পরায়ণতার চেতনা।

২. ব্যবহারিক কাঠামো: প্রাতিষ্ঠানি কসংস্কার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

৩. সাংস্কৃতিক রূপান্তর: দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন।

বাংলাদেশের সংবিধান ইতিমধ্যেই এই পরিবর্তনের আইনি ভিত্তি প্রদান করে। এখন প্রয়োজন এর দার্শনিক চেতনা কে ব্যবহারিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রূপান্তর। কান্ট ও রলসের ধারণা কোনো বিমূর্ত দার্শনিক তত্ত্ব নয় এগুলো বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি ব্যবহারিক রোড ম্যাপ যা তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণ অংশগ্রহণ কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি নৈতিক অনুশীলন যা বাংলাদেশকে তার সাংবিধানিক আদর্শের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। এই পথ সুগম করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়েরই, যেখানে রলসের "সামাজিক সহযোগিতা" এবং কান্টের "নৈতিক সম্প্রদায়"-এর ধারণা বাস্তবে রূপ পেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. Kant, I. (1997). *Critique of Practical Reason* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1788).
2. Kant, I. (1998). *Critique of Pure Reason* (P. Guyer & A. W. Wood, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1781/1787).
3. Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785).
4. Kant, I. (2000). *Critique of the Power of Judgment* (P. Guyer & E. Matthews, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1790).

5. Kant, I. (2002). *Groundwork for the Metaphysics of Morals* (A. W. Wood, Trans.). Yale University Press. (Original work published 1785).
6. Kant, I. (2004). *Prolegomena to Any Future Metaphysics* (G. Hatfield, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1783).
7. Kant, I. (n.d.). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1797).
8. Khalek, A. S. M. Abdul. (n.d.). *সামাজিক ন্যায়বিচার ও জন রলস.* নভেল পাবলিশিং হাউস।
9. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
10. Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. Columbia University Press.
11. Rawls, J. (1999). *The Law of Peoples*. Harvard University Press.
12. Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press.